চেতনা সৈকতে

সত্যব্রত বসু

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রসঙ্গত

চেতনা সৈকতে কবিতার দ্বিতীয় সংকলন। ইতিপূর্বে সে প্রায় চুয়াল্লিশ বছর আগে আমার অনুজোপম মনোবিজ্ঞানকেন্দ্রিক বহু রচনা এবং একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র ড. অসীম বর্ধন (মায়াপুরস্থিত ধর্মীয় সংগঠন ইস্‌কন্‌ থেকে দীক্ষা গ্রহণান্তে অখিলাত্মানন্দ দাস নামে পরিচিত) তাঁর তৎকালীন প্রকাশনা সংস্থা আলফাবিটা পাবলিকেশনস্‌ থেকে **ঋষভ গান্ধার** এই নামে আমার গুটিকয়েক কবিতার একটি সংকলন পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন — এজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে আমার এই দ্বিতীয় কবিতা সংকলন **চেতনা সৈকতে** প্রকাশিত হল। ইতিমধ্যে বহু পত্রপত্রিকায় আমার অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। সেই সব কবিতা থেকে এই সংকলনের জন্য কবিতা বেছে নিয়েছি। প্রসঙ্গত বলে রাখি সৌমিত্র বসু এই ছদ্মনামে লেখা আমার কিছু কবিতা অধুনালুপ্ত 'তরুণের স্বপ্ন' নামের সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং তার কয়েকটি কবিতা উপরিউক্ত 'ঋষভ গান্ধার' নামের সংকলন পুস্তিকায় ছাপা হয়েছিল। সেই সব কবিতার মধ্য থেকে আমার ভালোলাগা দুতিনটে কবিতা **চেতনা সৈকতে** প্রকাশ করার লোভ সামলাতে পারলাম না।

'চেতনা সৈকতে' সংকলিত কবিতাসমূহের সময়ের ব্যবধান প্রায় ষাট বছর আগের থেকে ষাট পক্ষ আগের। সংকলনের সময় তাই কবিতাসমূহের ভাব ও কালের সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব হল না। কবিতা-রসিক পাঠকেরা আমার এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনা করে যদি আমার কবিতা পড়েন এবং তা তাঁদের মনে ভাবের অনুরণন তোলে তবে তাই হবে আমার পরম পাওনা।

অনেকদিন থেকেই আমার কবিতার একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করার ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করে আসছিলাম। জীবনের প্রায় শেষ সীমায় এসে সেই ইচ্ছা প্রকাশ করায় আমার দুই ছেলে খোঁজখবর, দশমিনিটের খেল ও চলো যাই—এই তিনটি দৈনন্দিন টিভি অনুষ্ঠানের প্রযোজক ও পরিচালক দিব্যজ্যোতি বসু এবং চলো যাই এই জনপ্রিয় ভ্রমণসংস্থার মুখ্য তত্ত্বাবধায়ক শুভজ্যোতি বসু অতি আগ্রহ সহকারে এই সংকলন প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে **'চেতনা সৈকতে'** প্রকাশ করে আমাকে যথার্থ আনন্দ দিয়েছে। প্রকাশনার ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে মনোযোগ দিয়ে সংকলিত গ্রন্থটির সুষ্ঠু ও সুন্দর রূপ দিয়েছেন শ্রীঅশোক চ্যাটার্জী ও পুনশ্চ প্রকাশন সংস্থার কর্ণধার শ্রীসন্দীপ নায়ক ও সহযোগীবৃন্দ। এঁদের প্রত্যেককেই জানাচ্ছি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন এঁদের প্রত্যেকের সর্বতো মঙ্গল করেন।

সত্যব্রত বসু

সূচিপত্র

আমার একান্ত এই বোধিকা পরমা	....	১৩
প্রেমানুসরণ	....	১৪
আমার অস্তিত্বে আমি	....	১৫
চেতনা সৈকতে	....	১৬
পূর্ণতার এ আহ্বান	....	১৭
পরিচিত	....	১৮
সনেট	....	১৯
সূর্যস্নান	....	২০
অমূল্য ধন	....	২১
নির্মোক অস্তিত্বে	....	২২
প্রশ্নের বাইরে	....	২৩
হিসেব নেই	....	২৪
ভালোই আছি বেশ তো	....	২৫
পৃথিবী কাঁদে	....	২৭
আকাশ আয়না হও	....	২৮
অবেক্ষা	....	২৯
অনুভূতি	....	৩০
উপর থেকে নামছি না	....	৩১

ইঙ্গিত	....	৩২
মানচিত্র	....	৩৩
ও নানি ও মিতা	....	৩৫
ক্রান্তি	....	৩৬
একটি অমল ধবল অনুভবে	....	৩৭
শোন হে নীরধর	....	৩৯
শরীলডা এট্টু উম চায়	....	৪২
কারবালা এখনো কাঁদে	....	৪৫
কারবালা আবার কাঁদে	....	৪৫
অভিমন্যু	....	৪৭
শহিদ বেদি	....	৪৯
দুজনেই পলাতক তবু ...	....	৫০
জয় জয় গণতন্ত্র জয় নির্বাচন	....	৫১
অঙ্ক মেলে না	....	৫২
আহত মানস	....	৫৪
প্রতিরোধ	....	৫৬
মরমি বুল্‌বুল্‌	....	৫৭
রাজীব হাজার প্রাণের রাজা	....	৫৯
দোহাই অজয়	....	৬২
নমি রাজস্থান	....	৬৩
ছিঁড়লে সুখের তারটারে	....	৬৪
সোহাগ	....	৬৫
এদিনের ছড়া	....	৬৭
আমি বেশ সুখে আছি	....	৬৯
করতোয়া	....	৭০
ছুটি	....	৭১
ভুলভুলাইয়া	....	৭২
বিভাস বেহাগ	....	৭৩
চলতে চলতে	....	৭৪
সব সমস্যার সমাধানই ...	....	৭৫
পাঁচশালা পরিকল্পনা	....	৭৬
সহজ হিসাব	....	৭৭

যদু মধু ৭৮
যদুমধুর কথা ৮০
যদুমধুর সন্ধি ৮২
যদুমধুর বিবেচনা ৮৪
ছোট্ট আমার নাতনি ৮৭
বুবুরানী রাগ করেছে ৮৮
ফুল তুলতে গেল বুবু ৯০

কয়েকটি গান

আমার দেশ ৯১
বাউল ৯২
ভক্তিগীতি ৯৩
শ্যামাসংগীত ৯৪
ঝুমুর ৯৫
ভাটিয়ালি ৯৬

আমার একান্ত এই বোধিকা পরমা

আমার অস্তিত্বে ঘেরা আরো এক সত্তাকে যখন
উপস্থিত মনে হয় আত্ম অহংকারে,
তখন কী যেন এক জিজ্ঞাসার টানে
উৎসুক ব্যগ্রতা নিয়ে সন্ধিৎসু এ মন।

পরিবৃত সে সত্তাকে ঘনিষ্ঠ প্রয়াসে
জানার নৈকট্য খোঁজা সুযোগটি নিলে
সে সত্তাকে দেখি হতে ক্রমমজ্জমান
নিস্তরঙ্গ তমিস্রার অতল সলিলে।

সে সলিল সে তমিস্রা আমারই চেতনে
কোন এক অবস্থার আবিষ্ট প্রকাশ,
আবৃত সীমার মুক্ত চেতনার সাথে
আমিও ডুবুরি হই আকর্ষিত ক্ষণে।

পেলব তরল কৃষ্ণ ঘন আবরণ
মগ্ন করে আঁধারের অব্যক্ত গভীরে,
সহসা অন্তস্থ সত্তা স্থিরবিন্দু হয়ে
উজ্জ্বল আলোকছটা করে বিকিরণ।

সে আলোক সম্মোহিত আমি মনোময়
ভারমুক্ত ভেসে উঠি ক্রমশঃ উপরে,
আবার বাহ্যিক স্তরে শক্তির অস্তিত্বে
ঘটে যেন সুপ্তিভঙ্গে নবপরিচয়।

দুখের আঘাত ঢাকি সুখের প্রলেপে
তবুও দুয়েরই যেন ভিন্ন অনুভূতি,
তবুও আমার এই নিজস্ব সহায়
নন্দিত অস্তিত্ব রাখি বাস্তবতা চেপে।

আমার একান্ত এই বোধিকা পরমা
আক্ষরিক ভাষা নিয়ে বর্ণনায় আঁকা
নিতান্তই অপারগ বোধির সীমায়
প্রকাশে অক্ষম আমি তাই চাই ক্ষমা।

প্রেমানুসরণ

তোমার কাছে ধরা দিয়ে
হারিয়ে যাব
চিরদিনের মতো
সেই বেদনার ভয়,
মনকে আমার
সজাগ করে দিয়ে,
তাড়িয়ে বেড়ায়
তাইতো অবিরত
অসীম কালের
অতল সাগরময়।

আমায় কেন এমন করে চাও
ভিখারি মন মানে যে বিস্ময়।

রাজাধিরাজ তোমার ভালোবাসা
নিতে আমার অনেক বেশির ভয়,
তাইতো আমার এমন করে ধাওয়া
ভূবন হতে আর ভূবনের ঘাটে।
তোমার কাছে ধরা দেবার ভয়ে
জন্ম থেকে জন্ম আমার কাটে।

আলোর উজল জীবন পরিবেশে
চুপিচুপি তোমার অনুসরণ
বুঝতে আমি পারি না তো মোটে,
আঁধার ঘেরা এলে মধুর মরণ
তোমার ওরূপ প্রকট হয়ে ওঠে।

আবার আমার চলে পরিক্রমা
ভূমণ্ডলের শ্যামলিমায় ভরা
অন্য কোনো তটভূমির পানে
লক্ষ জীবন হল যেথায় জমা
উদ্বেলিত মুখর কলগানে।
এমনি করে কাঙ্গাল প্রেমিক মোর
আমায় তুমি ধরতে চেয়ো নাকো,
লগন এলে করব আমি আত্মসমর্পণ
রাজা তুমি রাজার মতো থাকো।

আমার অস্তিত্বে আমি

অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দু আবিষ্ট নিথর,
ক্রমশ আপন সত্তা ইচ্ছার তরঙ্গে
নিজের আনন্দছন্দে শিহরণ তোলে।
ধীরকম্প্র তরঙ্গের আন্দোলিত ঢেউ
প্রসারণে বিস্তারের সুষমায় দোলে,
এ যে সুর এ যে গান — এই বুঝি প্রাণ
নিথর নিস্তব্ধবিন্দু বহুবৃত্তে জাগে
পরিধির প্রসারণে গতির প্রেষণা।

আলোড়িত পরিপার্শ্বে দ্বিতীয় প্রত্যয়
স্পর্শাতুর নিকটত্বে মধুর সংঘাত,
নবতর সৃষ্টিরসে প্রকাশ এষণা

জন্ম নেয় আরো এক নতুন চেতনা।
তাই বুঝি উপলব্ধি আত্মঅহংকার
সহযাত্রী স্নিগ্ধতর পেলব মধুর
আমার এককগীতে মাত্রায় দ্বিস্বর।
আমি পাই আমাতেই নব উন্মাদনা
আমাকে নৃত্যের সঙ্গী করে যে দ্যোতনা—
তাকেই জানাতে জানি গর্ব অনুভবে
আমার অস্তিত্বে আমি দ্বিতীয় ঈশ্বর।

চেতনা সৈকতে

আমার আতপ্তমন গোধূলি বেলায়
গুনেগুনে নিয়েছিল
ঘটনার হাজার ঝিনুক,
অনেক অনেক রং
গড়নের বিচিত্র ধরন—
কোনটাকে পরিচিতি নাই বা চিনুক।

শতকিয়া সংখ্যা নিয়ে
গড়ে তারা একই পরিবার—
জড় করে বড়ো করি
হিসেব আমার।
কখনো রং-টা দেখি
কখনো বা গড়নেই চোখ,
হিসাবের অঙ্ক ধরে
করি মাপজোখ।

গণিতের দাগ মোছে, গড়নের ছাঁদ
চোখের রেটিনা ভোলে রং-এর আস্বাদ।

ঢেউ এল রাত্রি মাখা
কালো কালো ঢেউ—
একাকার অনুভূতি
নেই কোনো ছেদ,
উঁচু, নিচু, ছোটো বড়ো আলোকের খেদ।
অজস্র তরঙ্গ তোলে তমিস্রার ঢেউ,
নিজেকে হারায়ে যেন
আমি আর কেউ।

পূর্ণতার এ আহ্বান

এ মহাশূন্যের কোনো পরিসীমা নেই,
তবু তাকে একদিন কল্পনায় এনে
একটা পরিধি টেনে ছবি এঁকে দেই।

কিছু নেই তবু কিছু আছে এই ভাবনায় জেগে
কল্পময় দীপে এল দীপ্তিময় শিখা,
সে দিন থেকেই দীপ দীপ থেকে জ্বলে
হয়ে ওঠে দীপ্তি-স্নাত বোধি দীপান্বিতা
অন্ধকার অজ্ঞানতা ক্রমান্বয়ে দু'পাশে সরিয়ে
চলার বহতা নিয়ে যুগ থেকে অন্য এক যুগে
আমাদের একে একে ফুরিয়ে চলেছি।

প্রদীপ জ্বলছে তার ক্রান্তি ক্রমান্বয়ে,
শূন্য সে তো পূর্ণের প্রত্যাশা।
পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিলে পূর্ণই তো থাকে
আমরা সীমিতপাত্রে কতটুকু আর
নিতে পারি 'আত্ম' করে সে অজস্রতার ?
তবু যতটুকু পারি ততটুকু যদি নিতে পারি
পূর্ণতার অংশভাগী হব এ ইচ্ছায়—